

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মেজার জেনারেল এম এ মতিন, বিপি, পিএসসি (অবঃ), উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
তারিখ : ০১/০১/২০০৮।
সময় : সকাল ১১.০০ টা।
স্থান : সমেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-‘ক’।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা, মেজার জেনারেল এম এ মতিন, বিপি, পিএসসি (অবঃ) এর সদয় সম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এবং বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব খান এম ইব্রাহিম হোসেন সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। শুরুতে তিনি ৮৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করেন এবং তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের মতামত জানতে চান। ৮৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ৮৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অংগুতি অবহিতকরণ।

নির্বাহী পরিচালক গত ১২/০৮/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত সমূহের অংগুতি সভাকে অবহিত করেন। আলোচনাকালে উক্ত সভার আলোচ্যসূচি-৩ অর্থাৎ “যমুনা বহমুখী সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম” সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির অংগুতি সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক এর অনুমতিক্রমে সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পিএভএম) এবং তদন্ত কমিটির সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি অনেক পুরাতন এবং তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হচ্ছে বিধায় তিনি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা অতিরিক্ত দুই মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। এ প্রেক্ষিতে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা ২৮/০২/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহমুখী সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত তদন্ত (পুনঃ) কমিটি তাদের তদন্ত প্রতিবেদন ২৮/০২/২০০৮ তারিখের মধ্যে দাখিল করবে।

আলোচ্যসূচি-৩ : ২০০৭-০৮ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প-এর বিপরীতে যবসেক এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ।

নির্বাহী পরিচালক ২০০৭-০৮ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, পদ্মা বহমুখী সেতু একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের বিস্তারিত নক্সা সংক্রান্ত Technical Assistance Project Proposal (TPP) গত

০২/০৫/২০০৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং নত্রা প্রণয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। অন্যদিকে পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত “পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ২০০৭” ১২/৭/২০০৭ তারিখে জারী করা হয়েছে। মোট ১০,১৬১.৭৫ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ৬৮৮০.৬৬ কোটি টাকা এবং জিওবি-৩২৮১.০৯ কোটি টাকা) ব্যয় সম্পর্কিত “পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২০/৮/২০০৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এই সেতুর নির্মাণ কাজ ২০০৯ সাল নাগাদ শুরু করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে (২০০৭-২০০৮) ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ কার্যক্রম শুরু এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে “পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের বিপরীতে অনুমোদিত ডিপিপি’র ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদের প্রস্তাব যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন চলতি অর্থ বছরে (২০০৭-০৮) পদ্মা সেতু বাস্তবায়নকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত বাসেক-এর নিজস্ব তহবিল হতে অর্থের সংস্থান করা যায় কি না সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ২৩/১০/২০০৭ তারিখের পত্র মারফত বাসেক-এর মতামত জানতে চায়।

২। তিনি সভায় আরো উল্লেখ করেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ কার্যক্রম এবং প্রয়োজনীয় জনবলের বেতন-ভাত্তাদিসহ অন্যান্য খাতে স্থানীয় মুদ্রায় ৮৪.০৭ কোটি টাকা বরাদের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাসেক-এর নিজস্ব তহবিল থেকে ৮৪.০৭ কোটি টাকা ব্যয় করা যাবে কি না, সে বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক বোর্ডের সদস্যদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে বোর্ডের সকল সদস্যই বাসেক-এর নিজস্ব তহবিল হতে প্রস্তাবিত ব্যয় নির্বাহ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। আলোচনাতে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং পরিবেশ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের বিপরীতে “বাসেক” এর নিজস্ব তহবিল হতে চলতি অর্থ বছরে ৮৪.০০ (চুরাশি) কোটি টাকা নির্বাহ করার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক যমুনা বহুমুখী সেতুতে স্থাপিত Seismic Monitoring কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু দেশের স্পর্শকাতর ভূমিকম্প জোন “D” তে অবস্থিত হওয়ায় ভূমিকম্পের বিরুদ্ধ প্রভাব হতে এ সেতুকে রক্ষা করার জন্য সেতুতে প্রয়োজনীয় Base Isolation System স্থাপন করা হয়েছে। এ সেতুর উপর ভূমিকম্পের প্রভাব যথাযথভাবে মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট আবহাওয়া অধিদণ্ডের না থাকায় ১৯৯৮ সালে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত মাইলস্টোন সভায় আলোচনার ভিত্তিতে আমেরিকা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Kinematic Inc. এর মাধ্যমে সেতুতে Seismic Monitoring Instrument স্থাপন করা হয়। সেতু কর্তৃপক্ষের ৭১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেতুতে Seismic Monitoring Instrument স্থাপন এবং Consultancy Service এর জন্য গত ৩০/০৮/২০০০ তারিখে বুয়েটের সাথে ৪,৯১,২১,৫৯১.০০ (চার কোটি একানবই লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত একানবই) টাকায় ৫ বছর মেয়াদের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কাজের আওতায় যমুনা সেতু ছাড়াও চারটি Free Field Sites যথা : গাজীপুর, ময়মনসিংহ, নাটোর, বগুড়ায় Seismic device স্থাপন করা হয়।

২। তিনি (নির্বাহী পরিচালক) জানান যে Free Field Site-এ স্থাপিত Device গুলোতে শব্দ, গাঢ়ী চলাচল, ট্রেন চলাচল, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে সৃষ্টি কম্পন ডাটা আকারে সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত ডাটার মাধ্যমে বুয়েট বিভিন্ন কারিগরী বিষয় বিশ্লেষণ করে এবং প্রতি ৬(হয়) মাস অন্তর বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে। এ device দ্বারা সেতুর যে কম্পন পাওয়া যায় তা অস্বাভাবিক মাত্রার কিনা তা জানা যায় এবং যে সব ডাটা পাওয়া যায় তা দ্বারা সেতুর Base Isolation System এর effectiveness নির্ধারণ করা যায়। তাছাড়া হঠাৎ unexpected shaking হলে ভবিষ্যতে কি করণীয় হবে তা অনুসন্ধানে সংগৃহীত তথ্যাদি সহায়তা করবে। এসব

ডাটা বড় কোন সেতু যেমন পদ্মা সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া সেতুর ৬০(ষাট) কি.মি. এর মধ্যে ম্যাগনিচুড় ৫.০ মাত্রার সমান বা বেশী কোন ভূমিকম্প সংঘটিত হলে বুয়েট বাসেক-কে এ সংগ্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করবে।

৩। নির্বাহী পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, জুন' ২০০৭ পর্যন্ত Seismic Instrument স্থাপন বাবদ মোট ২.১৮ কোটি টাকা এবং মনিটরিং কাজের জন্য ৯৫.২৮ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩,১৩,২৮,০০০.০০ (তিনি কোটি তের লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। জুলাই' ২০০৮ পর্যন্ত আরও ২৬,৭৩,৭৬৫.০০ (ছারিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত পঁয়ষষ্ঠি) টাকা ব্যয় হতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে সর্বমোট ৩,৪০,০১,৭৬৫.০০ টাকা ব্যয় হবে, যা অনুমোদিত চুক্তি মূল্য অপেক্ষা ১.৫১ কোটি টাকা কম। এমতাবস্থায় চুক্তির অবশিষ্ট কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভার নির্দেশনা চান।

৪। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত (জুলাই' ২০০৮) বুয়েটের কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহযোগীতায় সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে যমুনা সেতুর Seismic মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক Seismic Monitoring এর অবশিষ্ট কার্যক্রম জুলাই' ২০০৮ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা এবং এ কাজের (অবশিষ্ট) প্রাকলিত ব্যয় ২৬,৭৩,৭৬৫.০০ (ছারিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত পঁয়ষষ্ঠি) টাকা সভায় অনুমোদিত হয়।
- (খ) চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহযোগীতায় উক্ত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। বুয়েট কর্তৃক এ বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে Technology Transfer এর মাধ্যমে বাসেক-এর প্রকৌশল উইং এই দায়িত্ব পালন করতে পারে।

আলোচ্যসূচি-৫ ৪ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে যমুনা সেতু পারাপারে টোল প্রদান হতে অব্যাহতি প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে যমুনা সেতু পারাপারে টোল প্রদানে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, গত বছর সেনা সদর ৩০টি যানবাহন টোলমুক্ত রাখার প্রস্তাৱ কৰলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ২১/৮/২০০৭ তারিখে ৯৮ কম্পোজিউট ব্ৰিগেডের ১২টি চিহ্নিত (earmarked) যানবাহনকে টোলমুক্ত রাখার অনুমতি দেয়।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো জানান যে সম্প্রতি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ "The Tolls (Army & Air force) Act, 1901" এর ধারা এবং ম্যানুয়েল অব বাংলাদেশ মিলিটারী-ল (MBML) Military privileges এর ধারাটি সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশের মধ্যে অস্তৰ্ভূক্ত করে সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ, তাদের পরিবারবর্গ, ফলোয়ার্স, যানবাহন, মালামাল, ব্যাগেজ প্রভৃতিকে সকল ধরনের টোলের আওতামুক্ত রাখার অনুরোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা হয় যে, সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ ১৯৮৫ একটি বিশেষ আইন যেটা মূলত: সরকারী রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিদ্যমান সকল আইনের উৎৰে রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায়, অন্য কোন বিশেষ আইনের বিধান এতে সংযোজনের অবকাশ নেই বলে প্রতীয়মান হয়। সেতু কর্তৃপক্ষ ১৯৯৬ সনে সংশোধিত অধ্যাদেশ-এর ধারা ১০(২)জি অনুযায়ী গত ০২/০২/১৯৯৮ তারিখে বিভিন্ন শ্রেণীর যানবাহনের টোল ফি নির্ধারণ করে তা আদায় করে আসছে।

৩। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় মত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে বৈদেশিক ঋণ বাবদ DSL (বার্ষিক প্রায় ১০৩.০০ কোটি টাকা) নিয়মিত পরিশোধ করে

আসছে। সেনা বাহিনীর যানবাহনসমূহ টোলমুক্ত রাখা হলে সেতু কর্তৃপক্ষের আয় কমে যাবে। ফলে যমুনা সেতু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে অর্থ যোগানে বিষ্ণু স্থিত হবে। এ লক্ষ্যে তিনি যানবাহনসমূহ টোলমুক্ত না রেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক উক্ত খাতে অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ে বাজেট প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন। এ বক্তব্য সমর্থন করে সদস্য পরিকল্পনা কমিশন, অতিরিক্ত সচিব পানি সম্পদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সদস্য একই মত ব্যক্ত করেন। তবে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মত ব্যক্ত করেন যে যারা সেতু নিরাপত্তা এবং সেতুর প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান করে থাকেন কেবলমাত্র তাদের কর্তব্যরত যানবাহন টোলমুক্ত রাখার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে নির্বাহী পরিচালক উপরে করেন যে ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডটি সেতু নিরাপত্তার জন্য স্থাপন করা হয়েছে এবং ব্রিগেড হতে নিয়মিত টহল প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জরুরী প্রয়োজনে যারা এ সেতুতে সার্ভিস দিয়ে থাকে কেবলমাত্র তাদের যানবাহনসমূহ টোলমুক্ত রাখার বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন।

৪। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি তিনি বিকল্প প্রস্তাব যথা : (ক) সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর যানবাহনসমূহ টোলমুক্ত রাখা; (খ) ১৯ পদাতিক ডিভিশনের যানবাহনসমূহ টোলমুক্ত রাখা ও (গ) ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডের বিদ্যমান টোলমুক্ত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনাতে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডের মোট ২৪টি যানবাহন টোলমুক্ত রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তদন্ত্যায়ী সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতু এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডের সর্বেচ মোট ২৪টি গাড়ী প্রতিদিন বিনা টোলে যমুনা সেতু পারাপার হতে পারবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উক্ত ২৪টি গাড়ীর তালিকা সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে।

আলোচ্যসূচি-৬ : সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার যবসেক আহত সভায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজনে বিনা টোলে যমুনা সেতু পারাপার প্রসঙ্গে।

উপরেখ্যি বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ সেতু কর্তৃপক্ষের আহত সভায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজনে বিনা টোলে সেতু পারাপারের প্রস্তাব করেছেন, যা গত ৪/৭/২০০৭ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে যমুনা সেতুর সংযোগ সড়কের দুর্ঘটনা রোধকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সেতু কর্তৃপক্ষের সংশোধিত অধ্যাদেশ' ১৯৯৮ এর ১০(২)জি ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে টোল থেকে অব্যাহতি প্রদানের সুযোগ নেই। অপরপক্ষে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ সেতু কর্তৃপক্ষের আহত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য গাড়ী পারাপারের ক্ষেত্রে টোল দিতে হয় বিধায় সভায় উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এমতাবস্থায় নির্বাহী পরিচালক বাসেক কর্তৃক আহত সভায় উপস্থিত হওয়ার নিমিত্ত উক্ত কর্মকর্তাগণের যানবাহনসমূহ টোলমুক্ত রাখার প্রস্তাব করেন।

২। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার কর্তৃক সেতু কর্তৃপক্ষ আহত সভায় উপস্থিত থাকার লক্ষ্যে যমুনা সেতু পারাপারে তাঁদের যানবাহনসমূহের জন্য বাসেক কর্তৃক পরিশোধের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত :

সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার কর্তৃক সেতু কর্তৃপক্ষ আহত যে কোন সভায় উপস্থিত থাকার লক্ষ্যে যমুনা সেতু পারাপারে তাঁদের যানবাহনসমূহের জন্য বাসেক Toll Exemption Slip সরবরাহ করবে।

আলোচ্যসূচি-৭ : যমুনা সেতুতে ফাটলের কারণ অনুসন্ধানে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং ফাটল
মেরামতের ব্যয় বহন।

যমুনা সেতুতে সৃষ্টি ফাটলসমূহ মেরামতের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, এ বিষয়ে গঠিত Cracks Finding Committee গত ১১/৬/২০০৬ তারিখে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে ডিজাইন ক্রুটির কারণে ফাটলসমূহ সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে সেতুর ডিজাইন ও নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কেন্দ্রীয় হৃদাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিঃ কমিটির উক্ত প্রতিবেদনের সাথে একমত পোষণ না করে এ বিষয়ে তারা কোন দায়-দায়িত্ব নিতে রাজী নয় বলে জানিয়েছে। এ বিষয়ে তৎকালীন যমুনা সেতুর পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন প্রকৌশলী Mr. J. M. Barr এর মতামত চাওয়া হলে সৃষ্টি ফাটলসমূহ ডিজাইন ক্রুটির কারণে হয়নি মর্মে মতামত দেন। পরবর্তীতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আইন কর্মকর্তার মতামত চাওয়া হলে তিনি চুক্তি অনুযায়ী সেতুর ফাটল মেরামতের ব্যয় হৃদাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিঃ-কে বহন করতে হবে মর্মে মত ব্যক্ত করেন। ডিজাইন এবং নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ২০১৩ সাল পর্যন্ত Design warranty থাকায় ডিজাইন ক্রুটির কারণে সেতুর কোন সমস্যা দেখা দিলে তার দায়-দায়িত্ব উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তায় বলে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন।

২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক আরো জানান যে, Cracks Finding Committee-র সুপারিশ এবং মাননীয় যোগাযোগ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সেতুর ফাটলের কারণ অনুসন্ধান ও মেরামতের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের Expression of Interest (EoI) আহবান করত: তিনটি প্রতিষ্ঠানকে Short Listed করা হয়েছে। Short Listed তিনটি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আর্থিক ও কারিগরী প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। আগামী ১৫/০১/২০০৮ তারিখ প্রস্তাব দাখিলের দিন ধার্য করা আছে। প্রস্তাব পাওয়া গেলে ফাটল মেরামতের উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে এবং যথারীতি মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যমুনা সেতু যেহেতু বিদেশী ঠিকাদার (হৃদাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিঃ) দ্বারা নির্মিত হয়েছে সেহেতু নির্মাণ সংক্রান্ত উদ্ভূত কোনৰূপ dispute সমাধানের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত আবশ্যিক বলে উক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির মতামতের সাথে অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) উল্লিখিত RFP মারফত চাহিত আর্থিক ও কারিগরী প্রস্তাব গ্রহণ ও মূল্যায়ন করত: যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একই সঙ্গে বাসেক যমুনা সেতুতে সৃষ্টি ফাটলসমূহের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং তা মেরামতের ব্যয় বহন প্রসঙ্গে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করত: পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচি-৮ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নীতিমালা, ২০০৭ চূড়ান্ত অনুমোদন ও আয়ের উৎস হিসেবে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা অনুদান মণ্ডুর প্রসঙ্গে।

উল্লিখিত বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করে জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্ত্বসিত সংস্থা। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে যমুনা সেতু চালু হওয়ার পর হতে এ সেতু দিয়ে পূর্বাভাসের চেয়ে অধিকতর ঘানবাহন পারাপার হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হিসাবে পরিণত হয়েছে। তবে এ সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন বিপদ-আপদে আর্থিক সাহায্য প্রদানের কোনৰূপ ব্যবস্থা না থাকায় একটি কল্যাণ তহবিল (ট্রাস্ট) গঠন করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে অন্যান্য সংস্থা যথা : বিআরডিবি, বাংলাদেশ পুলিশ এবং বিআরটিসি'র কল্যাণ তহবিল বিধিমালার আলোকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য “বাসেক কল্যাণ তহবিল (ট্রাস্ট) নীতিমালা, ২০০৭” সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালাটি গত ১২/০৮/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া সরকারী বিভিন্ন সংস্থা যেমন : বিআরটিসি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর নীতিমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

২। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিপদে আপদে আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রস্তাবিত কল্যাণ ট্রাস্ট নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৬(ক) এবং ৬(জ) এ অর্থের পরিমাণের পূর্বে ‘সর্বোচ্চ’ শব্দটি সংযোজন সাপেক্ষে অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তবে কল্যাণ তহবিলের আয়ের উৎস হিসেবে সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে ৫.০০ কোটি টাকা অনুদান মঞ্চের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এ বিষয়ে আলোচনাত্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত ৪

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিপদে আপদে আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রণীত “বাসেক কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ (ট্রাস্ট) নীতিমালা, ২০০৭” অনুচ্ছেদ-৬(ক) এর ৬(জ) এ অর্থের পরিমাণের পূর্বে ‘সর্বোচ্চ’ শব্দটি সংযোজন সাপেক্ষে বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। তবে কল্যাণ তহবিলের আয়ের উৎস হিসেবে সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে ৫.০০ কোটি টাকা অনুদান মঞ্চের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-বিবিধ-১ : সেবা টেলিকম (প্রা:) লিঃ (বাংলালিংক)-এর সংগে স্বাক্ষরিতব্য খসড়া লীজ চুক্তি অনুমোদন।

নির্বাহী পরিচালক সেবা টেলিকম প্রা: লি: (বাংলালিংক)-এর সংগে স্বাক্ষরিতব্য লীজ চুক্তির বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রসংগে তিনি জানান যে, সেবা টেলিকম প্রা: লি: কর্তৃক যমুনা সেতু দিয়ে Optical Fibre Cable Line স্থাপনের বিষয়ে গত ১৯/০৩/২০০৭ তারিখে প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে বাংলালিংকের সংগে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে সংস্থার সংগে ভ্যাটসহ বার্ষিক ১.১০ কোটি টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, একই কাজের জন্য গ্রামীণ ফোন লিঃ-এর সংগে ভ্যাটসহ বার্ষিক ১.০০ কোটি টাকা ভাড়ায় গত ০৫/০৮/২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত লীজ চুক্তির আদলে বাসেক ও বাংলালিংকের মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য লীজ চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করা হয়, যা অনুমোদনের জন্য গত ২৩/০৯/২০০৭ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক আরো জানান যে, গ্রামীণ ফোন লি: কর্তৃক Optical Fibre Cable Line সেতু এলাকায় বিটিএস স্থাপন, বিটিটিবি কর্তৃক Optical Fibre Cable Line স্থাপন এবং টেলিটিক কর্তৃক যমুনা সেতুর টাওয়ার ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তিগুলো যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় তা যথারীতি অনুমোদন করে। কিন্তু বাংলালিংকের সঙ্গে স্বাক্ষরিতব্য খসড়া চুক্তিটি অনুমোদনের ক্ষেত্রে সেতু কর্তৃপক্ষ/বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে কি না তা জানতে চাওয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং খসড়া লীজ চুক্তিটি অনুমোদনের জন্য গত ২৯/১০/২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ করা হয়। এ কথাও উল্লেখ করা হয় যে চুক্তি অনুমোদনে বিলম্বের কারণে প্রতিদিন ৩০,০০০/- টাকার রাজস্ব আয় হতে কর্তৃপক্ষ বর্ষিত হচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে গত ২৫/১১/২০০৭ তারিখে এ মর্মে জানানো হয় যে, সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশের ১০(১) অনুচ্ছেদের বিধান মতে অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাসেক প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তাই বর্ণিত চুক্তি সম্পাদনসহ অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের বিষয়ে বিধি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অধ্যাদেশের ৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩। বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মত প্রকাশ করেন যে, এ ধরণের ক্ষেত্রসমূহে সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণ করত: নির্বাহী পরিচালক বাসেক কর্মকর্তাদের সভায় আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। বাসেক পরিবর্তী বোর্ড সভাকে এরপ কার্যক্রম অবহিত করবে। সভায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত ৫

(ক) সেবা টেলিকম (প্রা:)

লি: (বাংলালিংক) কর্তৃক যমুনা সেতু দিয়ে Optical Fibre Cable Line স্থাপনের বিষয়ে বাসেক ও সেবা টেলিকম (প্রা:)

লি: এর মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য লীজ চুক্তি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(খ) পরবর্তী পর্যায়ে এক্সপ্রেসমূহে বাসেক এর নির্বাহী পরিচালক কর্মকর্তাদের সভায় আলোচনার মাধ্যমে চুক্তিনামা অনুমোদন বা আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচি-বিবিধ-২ : বাসেক-এর অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুরুর, বারোপিট, জলাশয়, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি লীজ/ইজারা প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা অনুমোদনের বিষয়টি পুনঃবিবেচনা।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুরুর, বারোপিট, জলাশয়, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি লীজ/ইজারা প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নীতিমালাটি সংশোধন করে মতামতের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি, স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance 1948 এবং 1982 এবং আইন ২টির আওতায় প্রণীত Rules 1948 ও 1982 এর পরিপন্থী হবে উল্লেখ করে নীতিমালা প্রণয়ন না করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ অনুযায়ী নীতিমালা না করে বিধিমালা করা সমীচীন হবে মর্মে মতামত প্রদান করেছে।

২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, কোন কারণে নদী ভাঙন শুরু হলে এবং তা সেতুর জন্য ভূমিক হিসাবে দেখা দিলে তৎক্ষণিকভাবে যাতে পাথর ফেলে বা অন্য কোন উপায়ে রক্ষামূলক/নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়, সে জন্য সেতু নির্মাণের অধিগ্রহণকৃত জমি ডি-একুইজিশন না করে বরং কর্তৃপক্ষের দখলে রাখা হয়েছে। উক্ত জমি ইজারা প্রদানের মাধ্যমে ঐবেধ দখলমুক্ত রাখা যেতে পারে। স্বল্প মেয়াদী ইজারার মাধ্যমে অত্র কর্তৃপক্ষের পক্ষে জমির দখলী স্বত্ত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি জমির সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে এবং প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সড়ক এবং জনপথ অধিদলের এ সংক্রান্ত নীতিমালা চালু আছে। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক দূর্নীতি দমন/যৌথ বাহিনী টাক্ষফোর্সের তদন্ত প্রতিবেদনে পতিত/অব্যবহৃত জমি লীজ/ইজারা প্রদানের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ মতামত/সুপারিশ সভায় উল্লেখ করেন।

- ◆ EDs of JMDA should be penalized for not formulating the Policy of lease/hiring etc. after 7 years. Secretary, communication Ministry should be asked to approve the policy immediately.
- ◆ JMDA should be instructed to utilize/lease out the huge amount of unutilized land under their jurisdiction immediately.
- ◆ By now Govt. could have earned huge amount of revenue from these lands. Appropriate legal action should be taken against the EDs less present ED and Director (Admn.) of JMDA for incurring loss to the Govt.

অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় প্রকাশিত উপরোক্ত সুপারিশসমূহ ইতিবাচক বিবেচনার দাবী রাখে।

৩। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বল্প অর্থাৎ ১ বছর মেয়াদের জন্য লীজ চুক্তি স্বাক্ষর এবং Performance এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া লীজ গ্রহণকারী কর্তৃক কি কি কাজ করতে হবে সে বিষয়ে চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব নয় মর্মেও তিনি মত প্রকাশ করেন। এ প্রেক্ষিতে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ নীতিমালার পরিবর্তে ভূমি ব্যবহার নির্দেশিকা/Guidelines প্রণয়নের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তবে যমুনা সেতুর KPI ভূক্ত অংশটুকু লীজ দেওয়ার পূর্বে সেতু এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে

নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেড এবং থানা পুলিশের সাথে আলোচনা বা পরামর্শ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

বোর্ড নীতিগতভাবে স্বল্পমেয়াদী ইজারা প্রদানের জন্য নির্বাহী পরিচালক-কে ক্ষমতা প্রদান করে। এতদসৎক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুরুর, বারোপিট, জলাশয়, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি জীজ/ ইজারা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা/Guidelines প্রণয়ন করবে এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করবে। তবে কোন অবস্থাতেই সর্বোচ্চ ৩(তিনি) বছরের অধিক ইজারা দেয়া যাবে না। প্রাথমিকভাবে ১(এক) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করত: ইজারাদারের সন্তোষজনক আচরণের প্রেক্ষিতে ৩(তিনি) বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে।

আলোচ্যসূচি-বিবিধ-৩ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের এম.এল.এস.এস মিসেস আছিয়া খাতুন এর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য মঞ্জুরী প্রসঙ্গে।

উল্লিখিত বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করে জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত এম,এল,এস,এস মিসেস আছিয়া খাতুন জিভিস এবং লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন প্রাইভেট ফ্লিমিকে চিকিৎসা করান। এতে তার চিকিৎসা বাবদ সর্বমোট ৩৫,৭০৭/- (পয়ত্রিশ হাজার সাতশত সাত) টাকা খরচ হয়। উক্ত অর্থ খরচ করায় তিনি আর্থিক সংকটে পড়েছেন বিধায় কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের পূর্বে বিষয়টি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলোচনাতে এ মর্মে মত পোষণ করা হয় যে, এম, এল,এস,এস মিসেস আছিয়া খাতুন নিম্ন বেতনভূক্ত দরিদ্র কর্মচারী। তার চিকিৎসা করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হওয়ায় বর্তমানে তিনি ঝণগ্রস্ত। তাই তার চিকিৎসা ব্যয় বাবদ ৩৫,৭০৭/- (পয়ত্রিশ হাজার সাতশত সাত) টাকা বাসেক-এর তৃতীয় হতে পরিশোধ করা যায়। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের এম,এল,এস,এস মিসেস আছিয়া খাতুনকে তার চিকিৎসা বাবদ ব্যয়িত ৩৫,৭০৭/- (পয়ত্রিশ হাজার সাতশত সাত) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়টি বোর্ড অনুমোদন করে। তবে ভবিষ্যতে এরূপ আর্থিক অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বাজেটে সংশ্লিষ্ট খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকলে সে ক্ষেত্রে বাসেক এর নির্বাহী পরিচালক এর আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ : /০১/২০০৮

২০০৮-০১-২০.১.০৮

(মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি, পিএসসি (অবঃ)
উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

পদবিক্রিশি-১৩

১ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের
৯০তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বিষয়ের	স্বাক্ষর
১।	খন এবং ইণ্ডিয়া প্রেস	মন্ত্রি/নির্মলী পুস্তিকাল বিষয়ের	✓
২।	(মাত্রামত উহুলীন মুস্তার)	প্রকাশনা ও মন্ত্রিসভা বিষয়ের	✓ ০১/০১/২০০৮
৩।	ডঃ প্রম. ফজলুর রহমান (মুস্তার)	প্রকাশ বিষয়ের	✓ ২৫/১/১৮ ০১/০১/২৪
৪।	প্রিয়েং রেন্জ ইণ্ডিয়া বিহু ডি এফ ও. কেন্দ্রান্তির —→		প্রিয়েং ০১/০১/১৮
৫।	বৈশ্ব মুসলিম সমাজ মুস্তার মুস্তার (প্রকাশ)	প্রকাশ বিষয়ের	✓
৬।	কে. কে. পিস, পিস, চেন্নাই মুস্তার মুস্তার (সমিতিপুর)	প্রকাশ, প্রকাশ ও প্রকাশ পরিষেবা	০১/০১/০৮
৭।	অ্যাকচুলেন কুমাৰ	প্রকাশ প্রকাশ, পিস	প্রকাশ ০১/০১/১৮
৮।	প্রকাশ প্রকাশ কুমাৰ স্টার প্রকাশনা/প্রকাশনা (কলকাতা)	BBA	প্রকাশ ০১/০১/০৮
৯।	গোপ্যং আবৃত্ত মুস্তার মুস্তার মুসলিম (প্রিয়েং)	প্রকাশ	প্রকাশ ০১/০১/২০০৮
১০।	শ্রীঃ প্রয়োগ প্রয়োগ প্রকাশ মুসলিম (প্রিয়েং)	প্রকাশ	প্রকাশ ০১/০১/১৮
১১।	কাণ্ঠি মেঝে প্রেসার্ট্যুন উদ-প্রয়োগ মুসলিম (প্রিয়েং)	প্রকাশ	প্রকাশ ০১/০১/১৮
১২।	ডেস্ট প্রকাশনা প্রেস AD (E)	—→	প্রকাশ

১ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের
৯০তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
১.	ড. শুভ্রাজ হাত্তেবুর্জ, ইমান ৫৪৩		
২.	মি: আমিনুর ইকবাল জাফুর ৫৪০	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	
৩.	এ. এম. চৌধুরী, মাসিল কুমার ৫৪১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	
৪.	মি: মোহামেদ তৈমুর ৫৪২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	
৫.	মুস্তাফা আলোচনা কেন্দ্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	১/১/০৮
৬.	মুস্তাফা আলোচনা কেন্দ্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ (পর্যবেক্ষণ)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	১/১/০৮
৭.	মি: মুস্তাফা আলোচনা কেন্দ্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ (পর্যবেক্ষণ)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	১/১/০৮
৮.	মি: মুস্তাফা আলোচনা কেন্দ্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ (পর্যবেক্ষণ)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	১/১/০৮
৯.	মি: মুস্তাফা আলোচনা কেন্দ্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ (পর্যবেক্ষণ)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	১/১/০৮
১০.	মি: মুস্তাফা আলোচনা কেন্দ্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ (পর্যবেক্ষণ)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	১/১/০৮
১১।	এ. এডওয়েল এবং এডওয়েল PST&ED	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	১/১/০৮
১২।	মি: আমিনুর ইকবাল জাফুর জাফুর/জাফুর জাফুর:	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	
১৩।	প্রফেসর মুস্তাফা আলোচনা মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় পরিষদ	১/১/০৮